R GRATUITOUS CIRCULATION.

মাহিষ্য-সিদ্ধান্ত।

প্রণেতা—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

"তত্ত্বশাস্ত্র যোনিত্বাৎ" (বেদান্ত)।

" Dorea elabote, Dorea Dote." *Isouss.*

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত উত্তর মার্কণ্ডপুর
গ্রাম নিবাসী শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,
২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৯ সাল।

বিনা মূল্যে বিতরিত।

অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকখানি আপনার বন্ধু ও আত্মীয়দিগকে দেখাইবেন।

Please circulate among your friends.

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"মহাসমাগম।"

আগামী ১৩১০ সালের বৈশাখ মাসে মুর্শীদাবাদ নগরে "সুধা" সাহিত্য বিভাগের যত্নে বঙ্গ দেশীয় বিদ্বজ্জনবর্গের সমাগম ও সম্মিলন হইবে। এই বিরাট সাহিত্য দরবারে বঙ্গ দেশের সমুদয় সম্বাদ পত্র ও মাসিক পত্রের সম্পাদক, সত্বাধিকারী ও কার্য্যাধ্যক্ষ এবং প্রধান প্রধান লেখক, গ্রন্থকার সুবক্তা ও সুপণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইবে। সম্ভবতঃ দশ দিবস পর্য্যন্ত মেলা ও উৎসব চলিতে থাকিবে। ইহাকে এক প্রকার সাহিত্য-কংগ্রেশ বলা যাইতে পারে। দেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগের অভিমত (ভোট) লইয়া ফাল্গুন মাসে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন। সুপণ্ডিত শ্রীমৎ স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় এই মহাসমাগমের সম্পাদক ও তত্বাবধায়ক থাকিয়া সমুদয় বিষয়ের সুচারু বন্দোবস্ত করিতেছেন।

শ্রীরমদারঞ্জন মিত্র।

"সুধা" পত্রিকার সত্বাধিকারী।

মুর্শীদাবাদ।

মাহিষ্য-সিদ্ধান্ত।

প্রণেতা—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

"তত্তুশাস্ত্র যোনিত্বাৎ" (বেদান্ত)।

" Dorea elabote, Dorea Dote."—*Isotsa.*

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত উত্তর মার্কণ্ডপুর
গ্রাম নিবাসী শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,
২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৯ সাল।

বিনা মূল্যে বিতরিত।

অন্তঃপুর

অন্তঃপুর একমাত্র সচিত্র স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা। বঙ্গ অন্তঃপুরে সুশিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের জন্যই ইহার জন্ম। চিত্র কাগজ মুদ্রণ ও বিশুদ্ধ ভাব পূর্ণ প্রবন্ধে, ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্ত্রীপাঠ্যপত্রিকা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গের অধিকাংশ ইংরেজি বাঙ্গালা পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত। ১৩০৯ সালের বৈশাখ মাস হইতে ৫ম বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক সর্ব্বত্র দেড় টাকা। চারি আনার কম কথনও নমুনা পাঠান হয় না। উৎকৃষ্ট বাঁধান ১ম বর্ষ ১৲ ২য় বর্ষ ১৲ ৩য় বর্ষ ১৷৹ ৪র্থ বর্ষ ১৷৹ টাকায় পাওয়া যায়। সম্পাদিকা—শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী (ভূতপূর্ব্ব "সুগৃহিণী" সম্পাদিকা।) অন্তঃপুরের লেখিকাগণ—"নীহারিকা" ও "বনলতা" রচয়িত্রী শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবী। "রেণু" রচয়িত্রী শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ। বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রণেত্রী "মুকুল" সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমলতা দেবী। "আলো ও ছায়া" রচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী রায় বি, এ। "কাব্য-কুসুমাঞ্জলি" রচয়িত্রী শ্রীমতী মানকুমারী। "প্রীতি ও পূজা" রচয়িত্রী শ্রীমতী অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা। "আবেগ" রচয়িত্রী শ্রীমতী সরোজিনী দেবী। শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী বি, এ; শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রভৃতি। ইঁহাদের সকলেরপ্রবন্ধই "অন্তঃপুরে" প্রকাশিত হইয়াছে। ম্যানেজার। অন্তঃপুর আফিস—৯৫, নং বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাহিষ্য-সিদ্ধান্ত

ভূমিকা।

ধৈর্য্যশীলতা এবং নিরপেক্ষতা এই দুইটি প্রধান গুণ বর্ত্তমান না থাকিলে, কোনও ব্যক্তি কোনও বিষয়ের ভালমন্দ বিচার করিতে সমর্থ হয় না। যাহার অভিমত সম্বন্ধে অস্থির অর্থাৎ যাহার চিত্ত সদাসর্ব্বদা চঞ্চল এবং যে ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে অক্ষম এরূপ মনুষ্যকে বিচারক বা মীমাংসকের পবিত্র সিংহাসন প্রদান করা বাতুলতামাত্র। এরূপ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা কখনই সত্য বা ধ্রুব বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ যখন কোনও জাতি, সমাজ বা সম্প্রদায়বিশেষের কোনও গুরুতর কথার মীমাংসা করা আবশ্যক হয় তখন সকল প্রকার অসার অস্থিরতা, কুসংস্কার এবং ভ্রমাত্মক ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহারপূর্ব্বক প্রগাঢ় ধৈর্য্য, সদ্বুদ্ধি এবং বহুদর্শিতার সংস্থান ও বিশুদ্ধ নিরপেক্ষতার সহিত সেই বিষয়ের বিচার করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন। হিন্দুজাতি চিরকালই ধর্ম্মপ্রাণ ও ধর্ম্মপ্রবণ জাতি, সুতরাং হিন্দু জাতির বিচারকের নিরতিশয় ধৈর্য্যশীলতা এবং নিরপেক্ষতার আবশ্যক।

হিন্দুজাতির সমুদয় অথবা তদন্তর্গত সম্প্রদায়বিশেষের ইতিবৃত্তের আলোচনা করিতে হইলে নিতান্ত স্থিরবুদ্ধি ও গবেষণার সহিত সর্ব্বপ্রথমে হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়, তদন্তর সমাজপ্রচলিত প্রাচীন কিম্বদন্তী, আচার ও ব্যবহারের অনুসন্ধান করা আবশ্যক; তাহার পরে সমাজের নেতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণবৃন্দের অভিমতি, শাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মতামত, বহুদর্শী বিজ্ঞবৃন্দের মীমাংসা, রাজা ও রাজপুরুষদিগের বিচার এবং তৎসঙ্গে বর্ণিতব্য জাত্যান্তর্গত প্রধান প্রধান প্রাজ্ঞ পুরুষপুঙ্গের অভিমতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা প্রয়োজন। * কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে; যে জাতির ইতিবৃত্ত লেখা যায়, সে জাতির প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করাও নিতান্ত আবশ্যক এবং সর্ব্বশেষে সৎবুদ্ধিসঞ্জাত যুক্তির সহিত সকল

* মনু বলিয়াছেন—শাস্ত্রের আজ্ঞা ব্রহ্মবাক্য এবং "যং শিষ্টা ব্রাহ্মণা ব্রূয়ুঃ সধর্ম্মঃ স্যাদশঙ্কিতঃ" অর্থাৎ শিষ্ট ব্রাহ্মণেরা যাহা বলিবেন নিঃসন্দেহ রূপে তাহা ধর্ম্মবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। কারণ বিদ্যাতপঃ সম্পন্ন ব্রাহ্মণের মুখ অগ্নিতুল্য—"বিদ্যাতপঃ সমৃদ্ধেষু হুতং বিপ্রমুখাগ্নিষু" (মনু ৩য় অধ্যায়) "যোতুগ্নিঃ সমিজ্যোবিপ্রৈর্মন্ত্রদর্শি ভিরুচ্যতে।" (মনু ৩য় অঃ)

...ধার সিদ্ধান্ত ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা অতীব আবশ্যক ...ক্তিবিহীন বিচারে ধর্ম্মের হানি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের অনবমান ...ন ইহা মহর্ষি ও পণ্ডিতদিগের মত।

আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে কৈবর্ত্ত জাতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে ...হা কিছু আলোচনা ও মীমাংসা করিয়াছি তাহাতে উপরি...উক্ত প্রতিজ্ঞার অপলাপ লঙ্ঘন করি নাই বলিয়া আমার

...ণ মহা দেবতা স্বরূপ। "ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ।" মনু অন্যত্র ...হাও বলিয়াছেন যে,

ব্রাহ্মণং দশবর্ষন্তু শতবর্ষন্তু ভূমিপম্‌
পিতা পুত্রৌ বিজানীয়াদ্‌ ব্রাহ্মণস্তু তয়োঃ পিতা॥

(২য় অঃ। ১৩৫ শ্লোক)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যদি দশবর্ষ বয়স্ক হয়েন, আর ক্ষত্রিয় যদি শতবর্ষ ...য়স্ক হয়েন, তথাপি উভয়ের মধ্যে মাহাত্ম্যবিষয়ে পিতাপুত্রের ন্যায় পৃথক ...নিও।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে হিন্দুর জাতিতত্ত্বের সহিত হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্বের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, একটির আলোচনা করিতে গেলে অপরটির আলোচনা না করিয়া থাকা যায় না। কৈবর্ত্ত জাতি সম্বন্ধে এই পুস্তকে আলোচনা করিলাম, ক্রমে ক্রমে বৈদ্য, কায়স্থ, তাম্বুলী, তিলি, ...গোপ প্রভৃতি জাতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

বিশ্বাস। মহামতি মুনীদিগেরও ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে, সুতরাং আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বিদ্যা ও ক্ষুদ্র বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির ভ্রম বা প্রমাদ হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নয়। যদি অসাবধানতাবশতঃ কোনও স্থলে ভুল হইয়া থাকে, সহৃদয় পাঠক মহাশয়গণ কৃপা করিয়া তাহা দেখাইয়া দিলে সংস্করণান্তরে তাহা সংশোধন করিয়া দিব। সত্যের রক্ষা ও সত্যের প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য সুতরাং যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণ করা অসম্ভব এমন কোনও কথা আমি এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করি নাই।

এস্থলে অতীব কৃতজ্ঞতার সহিত বলা আবশ্যক যে, এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ ও প্রচার জন্য যাহা কিছু ব্যয় হইয়াছে, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত উত্তর মার্কণ্ডপুরগ্রামনিবাসী আমার অন্যতম সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সুহৃদ শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় মুক্তহস্তে তাহা প্রদান করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রকাশ ও বিনামূল্যে বিতরণ জন্য কৈবর্ত্তসমাজের যদি কিছু কল্যাণ হয়, সেই কল্যাণের জন্য কৈবর্ত্তেরা মহেন্দ্রবাবুর নিকট ঋণী, আমার নিকট নহে। শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। ১৩০৯।

মাহিষ্য-সিদ্ধান্ত।

গ্রন্থারম্ভ।

হিন্দুজাতির সম্প্রদায়বিভাগ ও কর্ম্মবিভাগ।

হিন্দুজাতি চারিবর্ণে বিভক্ত; তদ্যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। পৃথিবীর যে কোনও স্থানে হিন্দু বাস করুন না কেন, তাঁহাকে এই চারিবর্ণের মধ্যে কোনও একটি বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইতেই হইবে, যিনি এই বর্ণচতুষ্টয়ের বহির্ভূত তাঁহার হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার নাই। হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান শাস্ত্র অর্থাৎ আদ্যগ্রন্থ বেদে লিখিত আছে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র সমুৎপন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীমৎ ভগবৎগীতায় শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্যক্ত করিয়াছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ"

অর্থাৎ "গুণ ও কর্ম্মানুসারে আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিবর্ণকে পৃথক পৃথক রূপে সৃজন করিয়াছি" উক্ত গ্রন্থে শ্রীভগবান্ এই চারিটি বর্ণভুক্ত লোকদিগের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ ?
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈর্গুণৈঃ ॥
শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞান মাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজং ॥
শৌর্য্যং তেজোধৃতি র্দাক্ষ্যংযুদ্ধে চাপ্যপলায়নং।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজং ॥
কৃষি গো রক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং।

(১৮ অধ্যায়)

অর্থাৎ যজন যাজন অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন করা ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ও ধর্ম্ম; যুদ্ধাদি দ্বারা দেশরক্ষা, রাজ্যরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, সমাজরক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম; কৃষি বাণিজ্য-ব্যবসা প্রভৃতি দ্বারা দেশের সমাজের ও রাজ্যের ধনবৃদ্ধি, সুখবৃদ্ধি, শস্য

রক্ষা ও প্রজাপুঞ্জের অভাব মোচন করা বৈশ্যের কর্ম্ম এবং উপরিউক্ত তিন জাতির বিশেষতঃ ব্রাহ্মণবর্গের সেবা করা শূদ্রের বিহিত কর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রানুসারে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমানুযায়ী কর্ম্ম করাই প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু আপৎ, পীড়া, যুদ্ধ, ধর্ম্মরক্ষা প্রভৃতি কারণে তাঁহারা বর্ণাশ্রমাতিরিক্ত কর্ম্ম করিলে অপরাধী হয়েন না। যথাসাধ্য বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম করাই সকলের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু স্থল বিশেষে এবং কারণ বিশেষে অনন্যোপায় হইয়া অপর কর্ম্ম করিলে "পতিত" হইতে হয় না। ব্রাহ্মণেরাও স্থল বিশেষে এবং কারণ বিশেষে ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম করিতে পারেন। তদ্যথা—

শস্ত্রং দ্বিজাতিভির্গ্রাহ্যং ধর্ম্মো যত্রোপরুধ্যতে।
দ্বিজাতীনাঞ্চ বর্ণানাং বিপ্লবে কালকারিতে।
আত্মনশ্চ পরিত্রাণে দক্ষিণাঞ্চ সঙ্গরে।
স্ত্রী বিপ্রাভ্যুপপত্তৌ চ ধর্ম্মেণঘ্নন্ ন দুষ্যতি॥

(মনুসংহিতা। ৮ম অধ্যায়)

বলদ্বারা ধর্ম্ম উপরুদ্ধ এবং কালকৃত বর্ণ বিপ্লব উপস্থিত

হইলে, ধর্ম্ম রক্ষার্থে দ্বিজাতিগণ অস্ত্র ধারণ করিতে পারেন। আত্মরক্ষার্থে, ন্যায় যুদ্ধে, স্ত্রীলোক ও ব্রাহ্মণের রক্ষা হেতু ধর্ম্মতঃ লোকহত্যা করিলে দোষভাগী হইতে হয় না।

এক্ষণে দেখা যাউক, আমাদের বর্ণিতব্য কৈবর্ত্ত জাতি এই বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে কোন্ বর্ণের অন্তর্গত এবং তাহাদের প্রকৃত কর্ম্ম ও ধর্ম্ম কি? শাস্ত্রমতে তাঁহারা কোন্ প্রকৃতি বা গুণে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবানের কোন্ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে তাহারা নিযুক্ত হইয়াছেন? এই মহা প্রয়োজনীয় কথার মীমাংসা হইলে, কৈবর্ত্ত জাতির ইতিবৃত্ত অবগত হওয়া আর কঠিন বলিয়া বোধ হয় না।

কৈবর্ত্ত্য শব্দের ব্যুৎপত্তি ও কৈবর্ত্ত জাতির উৎপত্তি। কৈবর্ত্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ—কে + বৃত + অন্ + ষ্ণ। "বৃত" (বৃ + ক্ত) কর্ম্ম করণার্থ নিযুক্ত, "বৃত্তি" (বৃ + ক্তি) নিয়োগ। কে + বৃত + অচ্ প্রত্যয়ে অলুক সমাসে কেবর্ত্ত পদ সাধিত হয়, তদন্তর স্বার্থে অন্ প্রত্যয়ে কৈবর্ত্ত শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ক অর্থে হল, জল, সুখ, ধন, বিষ্ণু প্রভৃতি বুঝায়, সুতরাং ব্যুৎপত্তি দ্বারা হলধারী জলবাসী (অথবা জল রক্ষায় বৃত = নিযুক্ত), সুখী, ধনী, বিষ্ণুভক্ত প্রভৃতি

বুঝা যায়। পৃথিবীর সর্ব্ব আদি ধর্ম্মশাস্ত্রে অর্থাৎ শ্রীশ্রীমৎ বেদ মধ্যেও কৈবর্ত্ত শব্দের উল্লেখ আছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদের বাজসনেয় সংহিতার ত্রিংশ মণ্ডলের ষোড়শ শ্লোকে লিখিত আছে

"অববায় কৈবর্ত্তং।"

শ্রীমৎ মনু মহারাজ হিন্দুজাতির সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান ব্যবস্থা কর্ত্তা, ইঁহার জগদ্বিখ্যাত সংহিতায় কৈবর্ত্তজাতির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে।

(ক) "কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্ত নিবাসিনঃ।" ১০ম।৩৪

(খ) "কৈবর্ত্তান্মীনশুণ্ডিকান্।" ৮ম।২৬০

যখন বেদে ও মনুসংহিতায় কৈবর্ত্তের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন স্পষ্টতঃ স্বীকার করিতে হইবে যে, কৈবর্ত্ত জাতি প্রাচীন জাতি। মনুর পরবর্ত্তী রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, বহুল সংহিতা শাস্ত্র এবং তদ্ভিন্ন আরও নানা প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থে ও সংস্কৃতপুস্তকে কৈবর্ত্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

"ক্ষত্র বীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

বিষ্ণুপুরাণে কলির রাজবংশের বিবরণে লিখিত আছে যে, বিশ্বস্ফটিক নামক বলবান বীর কৈবর্ত্ত জাতিকে রাজ্য

স্থাপন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। বল্লাল সেনের সমসাময়িক পণ্ডিত এড়ুমিশ্র মহাশয় তৎকালে বঙ্গদেশের সামাজিক অবস্থা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থের একটি শ্লোকের অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

সাগর হইতে উত্থিত মেদিনীপুর নাম।
কৃষিকার্য্যে সুপ্রশস্ত কৈবর্ত্তের ধাম॥

এবম্প্রকার বহুবিধ প্রমাণ দ্বারা অতি পরিস্ফুটরূপে দেখান যায় যে, কৈবর্ত্ত জাতি অপ্রাচীণ বা অশাস্ত্রীয় জাতি নহে —অর্থাৎ ইহারা অতি প্রাচীন জাতি এবং পুরাতন ও পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে ইহাদের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে।

ইং ১৮৯১ অব্দে শ্রীযুক্ত এচ্, এচ্, রিশ্লি সাহেব তাঁহার জাতি সংহিতায় লিখিয়াছেন "Concerning the etymology of the name Kaivarta some derive it from কা water and বর্ত্ত livelihood অর্থাৎ (সাহেবের মতে) কৈবর্ত্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ, তন্মধ্য কা, শব্দে জল এবং বর্ত্ত, শব্দে জীবিকা অর্থাৎ "যাহারা জল সহায়তায় জীবিকা উপার্জ্জন বা নির্ব্বাহ করে।" এইরূপ অর্থ দ্বারা ও কৈবর্ত্ত শব্দের নীচত্ব প্রকাশ পায় না। কৃষি

কার্য্যে জলের অতীব প্রয়োজন—মুখ্য প্রয়োজন—সুতরাং জলই যে তাহাদের জীবিকা তাহাতে আর সন্দেহ কি? একখানি প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে, হিন্দুস্থানের পুরাতন কৈবর্ত্ত জাতি জল পথ রক্ষা করিবার জন্য রাজাদিগের দ্বারা নিয়োজিত হইত এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য জল সঞ্চয় ও জল নির্গমের সুবিধার ভার প্রাপ্ত হইত। তদ্ব্যতীত নদ, নদী, জলাশয়, সাগর প্রভৃতি স্থানের জলপথে পথিকদিগের যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিত। মহাবীর আলেকজান্দর এবং তাঁহার সেনাপতি সিলিউকশের লিখিত বিবরণেও একথার উল্লেখ আছে। এই সকল প্রয়োজনীয় ও গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য সেকালের কৈবর্ত্তেরা অস্ত্র শস্ত্রাদি সংরক্ষণ, ধারণ ও প্রয়োগ করিবার অধিকারী ছিল, সুতরাং কিয়ৎপরিমাণে ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মও তাহারা সম্পাদন করিত। ক্রমে অনেকে রাজত্ব লাভ করিয়া রাজোপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা হইয়াছিলেন।

কৈবর্ত্তের সম্প্রদায় বিভাগ। হিন্দুশাস্ত্র সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে আমরা কৈবর্ত্ত জাতির তিন প্রকারের উৎপত্তি দেখিতে পাই।

ক্ষত্র বিবাহিতা বৈশ্যা জনয়ত্যপত্যং শুভে।
খ্যাতঃ স্বপ্রবৃদ্ধর্ম্মেণ কৈবর্ত্তোভিহিতো ভূবি॥

অর্থাৎ; প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ বৈশ্যার গর্ভে এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে একজাতীয় কৈবর্ত্তের উৎপত্তি। দ্বিতীয়তঃ স্বর্ণকারের ঔরসে এবং কুবেরিণীর গর্ভে একজাতীয় কৈবর্ত্তের জন্ম, এবং তৃতীয় জাতি নিষাদের ঔরসে ও অয়োগবীর গর্ভে উৎপন্ন।

অন্ত্যজ জাতির বর্ণনায় শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন;—

রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটোবরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তো মেদ ভীল্লশ্চ ষড়েতে অন্ত্যজাঃস্মৃতা॥

এই বচনে রজক (ধোবা), চর্ম্মকার (মূচী) প্রভৃতির সহিত যে সকল কৈবর্ত্তকে অন্ত্যজ বলা হইয়াছে তাহারা সম্ভবতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে এবং বৈশ্যার গর্ভে কৈবর্ত্তদিগের যে সম্প্রদায়টি উদ্ভূত হইয়াছে তাহারা অন্ত্যজ নহে, কারণ ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্যা মাতার সংযোগে উৎপন্ন পুত্রাদি সকলশাস্ত্র মতেই শুদ্ধ।

বঙ্গবাসী কৈবর্ত্তের শ্রেণী বিভাগ। কৈবর্ত্ত এই শব্দ বঙ্গদেশের জাতি বিশেষ ভিন্ন ভারতবর্ষের আর

কোনও হিন্দু জাতির মধ্যে দেখা যায় না। এই জাতি দুই ভাগে বিভক্ত।

কৈবর্ত্তা দ্বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ হালিকাজ্জালিকা মতা
হলবাহাঃ হালিকাশ্চ জালিকাঃ মৎস্য জীবিনঃ॥

অর্থাৎ হালিক ও জালিক নামে কৈবর্ত্তকুল দুইভাগে বিভক্ত শ্রীযুক্ত রিশ্‌লী সাহেব লিখিয়াছেন:—The Kaivartas are divided into two groups—a cultivating group, known as Halik or Parasar Dass or Chasi Kaivarta, and a fishing group, known as Jalik Kaivarta. অর্থাৎ কৃষি ব্যবসায়ী কৈবর্ত্তগণ হালিক পরাশর দাস বা চাষী কৈবর্ত্ত বলিয়া খ্যাত, এবং মৎস্য বিক্রেতা ও মৎস্য ধৃতকারী কৈবর্ত্তেরা জালিক (জেলে) বলিয়া প্রসিদ্ধ। রিশলী সাহেব আরও লিখিয়াছেন "বল্লাল সেনের সময়ে অনেক নীচ শূদ্র মৎস্য ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া কৈবর্ত্ত উপাধি ধারণ করিতে অধিকারী হইয়াছিল।" These people were raised by Ballal Sen to the grade of pure Sudras. Ballal conferred on them the title of Kaivarta in return for their under

taking to abandon their original profession of fishing. এইরূপ কৈবর্ত্তেরা এখনও জালিক শ্রেণীভুক্ত আছে, এবং হালিক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। ফলতঃ হালিক ও জালিক ইহারা পরস্পর ধর্ম্মতঃ ও কর্ম্মতঃ বিভিন্ন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে, ক্ষত্রিয় পিতার ঔরসে এবং বৈশ্যা মাতার গর্ভে যে কৈবর্ত্ত জাতির কথা উল্লিখিত আছে, সেই কৈবর্ত্ত শব্দ এই জাতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। জালিকেরা এই শ্রেণীভুক্ত নহে। হালিক কৈবর্ত্তগণ জালিক হইতে জন্মতঃ ধর্ম্মতঃ সম্পূর্ণ পৃথক। হালিক আর্য্য জালিক অনার্য্য; হালিক বৈশ্য, জালিক শূদ্র। ফলতঃ জন্মতঃ নিকৃষ্ট বলিয়া জালিকের জল অস্পর্শনীয়। অতি প্রাচীনকাল হইতে হালিক ও জালিক এতদুভয়ে পরস্পর মধ্যে এইরূপ পার্থক্য দৃষ্টি হইয়াছে। হালিকের ব্রাহ্মণ জালিকের ব্রাহ্মণ হইতেও স্বতন্ত্র। রিশ্‌লী সাহেব অনেক গ্রন্থাদি আলোচনার পরে স্থির করিয়াছেন যে, The two groups Haliks and Jaliks are now virtually distinct castes and they appear to stand on different social lavels. অর্থাৎ হালিক ও জালিকেরা ধর্ম্মতঃ ভিন্ন

ভিন্ন জাতি এবং তাহাদের সামাজিক স্থানও ভিন্ন ভিন্ন। পারস্য ভাষার লিখিত অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থেও হালিক জালিকদিগের পার্থক্যের কথা লিখিত আছে আমি তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ; তদ্যথা—

"শণিদম্ অজ্ মরদুমে আম্, ইঁকইবরং
হায় দো ফিরকে বুদনদ্ ; আব্বল্
হালিক, দোয়েম্ জালিক।"

অর্থাৎ "জনসাধারণ মধ্যে শুনিয়াছি, এই কৈবর্ত্তদিগের অর্থাৎ, (বঙ্গবাসী কৈবর্ত্ত জাতিদিগের) মধ্যে দুইটি সম্প্রদায় আছে, প্রথম হালিক, দ্বিতীয় জালিক।"

প্রাচীন শাস্ত্রে এবং প্রাচীন মুসলমান ঐতিহাসিক গ্রন্থ মধ্যেও যখন এইরূপ স্বতন্ত্রতা উল্লিখিত হইয়াছে, তখন জালিক হইতে হালিক যে সম্পূর্ণ পৃথক তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে যখন মুসলমান শাসন দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল, যখন মুসলমানের ছল বল প্রলোভন অথবা কৌশলে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মভীরু এবং ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণকেও বাধ্য হইয়া যবন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, যখন ক্ষত্রিয়াধিক ক্ষত্রিয় বীর ও রাজন্যবর্গ কন্যা, ভগ্নি,

ভাগিনী প্রভৃতিকে উপহার স্বরূপে প্রেরণ করিয়া অত্যাচারী মুসলমানের হস্ত হইতে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতেছিলেন, যখন অনেক রাজপুত জাতি মুসলমানের সহিত আদান প্রদান প্রথা পর্য্যন্ত প্রচলন করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই, সেই মহা ভীষণ বিপ্লব কালেও বঙ্গদেশে হালিক কৈবর্ত্তেরা জালিক কৈবর্ত্ত হইতে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে আমরা একটি সুস্পষ্ট ও সুন্দর ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতেছি। শ্রীমৎ গদাধর ভট্ট কৃত কুলজী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মহম্মদসাহ নামক মুসলমান নরপতির আসন সময়ে অনেকগুলি চাষী কৈবর্ত্ত অর্থাৎ হালিক কৈবর্ত্ত বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী কাটোয়া মহকুমার অধীন মেটেরি গ্রামে গঙ্গা তটে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন।

"যৎমহম্মদ সাহা আখ্যো নৃপতির্যবনো ভবেৎ।
তদা তু তস্য প্রদেশে কৈবর্ত্তাঃ কৃষি কারকাঃ॥
উত্তরা দেশাগতা গঙ্গাতীরে সুশোভনে।
মেটেরি নামকে গ্রামে বসন্ সার্দ্ধপুরোহিতৈঃ॥"

হালিক কৈবর্ত্তগণ কি কারণ বশতঃ দলে দলে মেটেরি গ্রামে

আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, মুসলমান শাসনকর্ত্তা মহাশয় ইহা জিজ্ঞাসা করায়, হালিকেরা এই বলিয়া উত্তর দিয়াছিল যে—

"আচার রহিতে দেশে বাসে ধর্ম্মক্ষয়ো ভবেৎ।"

অর্থাৎ "আমরা যে স্থানে বাস করিতাম সে স্থানে আচারহীন জালিক কৈবর্ত্তের সংখ্যা অধিক থাকা বশতঃ আমাদিগকে পদে পদে আচারভ্রষ্ট হইতে হইত, এজন্য আমরা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া এই পবিত্রা জাহ্নবীতটে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছি।"

বরং দেশং পরিত্যজ্য যামো দেশান্তরং বয়ং।

তথাপি জালিক গৃহে করিষ্যামো ন ভোজনং॥

অর্থাৎ "আমরা দেশ পরিত্যাগ করিয়া বরং দেশান্তরে চলিয়া যাইব, তথাপি অনাচারী শূদ্র জালিকের গৃহে ভোজন করিব না।" এই প্রমাণে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, হালিক কৈবর্ত্তগণ অতি পুরাকাল হইতে জালিকগণের সহিত স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। একখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত বাঙ্গালা গ্রন্থে লেখা আছে—

হালিক আমার জাতি, বাস বর্দ্ধমানে।

না করি ভোজন মোরা, জালিক ভবনে॥

উপরি উক্ত প্রমাণেও বুঝা যায়, বঙ্গদেশের জাতীয় সমাজে হালিকগণ জালিকগণের সহিত পান-ভোজন বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়ায় কথনই সংমিশ্রিত ছিলেন না। আর একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—

ইতি নিশ্চিত্য তৎরাত্রৌ হালিকাঃ সপুরোহিতাঃ।
গৃহং গ্রামং পরিত্যজ্য দক্ষিণাশাং সমাগমঃ॥
কেচনানুসৃতা স্তেষামুত্তরস্যাং দিশি দ্বিজাঃ।
বিখ্যাতা স্তেভবন্ রাঢ়ে দক্ষিণোত্তর শ্রেণিণা॥

অর্থাৎ জালিকদিগের অনাচারে বিরক্ত হইয়া সেই রাত্রিতেই হালিকগণ পুরোহিতদিগের সহিত গৃহ ও গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া আসিলেন। এই সকল অকাট্য প্রমাণে সুস্পষ্টভাবে এবং নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, হালিকগণ জালিকগণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই শ্লোক দ্বারা ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের হালিকগণ উত্তরাঢ়ী ও দক্ষিণারাঢ়ী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

কৈবর্ত্তজাতির বর্ত্তমান অবস্থা। কৈবর্ত্তজাতির প্রাচীন অবস্থা যে অত্যন্ত উন্নত ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পুরাতনকালে এই জাতির

অনেকে রাজা, সেনাপতি, কোষাধ্যক্ষ, রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এখনও অনেক পুরাতন কৈবর্ত্ত রাজবংশ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কৈবর্ত্তজাতির বর্ত্তমান অবস্থাও অনুন্নত নহে। ইহাদের মধ্যে অনেকে এক্ষণে ডেপুটী কলেক্টর, সব্ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, সব্ জজ, উকিল, মোক্তার, কলেজের প্রফেসর, স্কুলের শিক্ষক, জমিদার, তালুকদার, ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের কর্ম্মাধ্যক্ষ, জমিদার বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক, সওদাগর, মহাজন, আড়তদার প্রভৃতি কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন। হালিক ও জালিক এই উভয় শ্রেণীর কৈবর্ত্ত মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বর্ত্তমান আছেন বটে কিন্তু হালিকদিগের মধ্যেই সম্ভ্রান্ত ও ধনবান এবং শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক। বঙ্গদেশে হালিক ও জালিক ব্যতীত ভুঁতে, জঙ্গলী, মিশাই প্রভৃতি অনেক শ্রেণীর কৈবর্ত্ত আছে; ইং ১৮৮১ অব্দের সেন্সস্ অনুসারে ইহাদের সকলের লোক সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ ছিল, ইহার মধ্যে হালিকের সংখ্যা প্রায় ২১ লক্ষ। মেদিনীপুর জিলায় ঐ বৎসর প্রায় ৯ লক্ষ হালিক কৈবর্ত্ত বাস করিত। বঙ্গদেশে হালিক, জালিক, ভুঁতে, জঙ্গলী, মিশাই প্রভৃতি

প্রায় একাদশ প্রকার শ্রেণীর কৈবর্ত্ত বাস করিয়া থাকে। শিক্ষায়, দীক্ষায়, আচারে, বিচারে, স্বভাবে, ব্যবহারে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সম্ভ্রমে, ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা হালিক কৈবর্ত্তগণই শ্রেষ্ঠতম এবং শুদ্ধতম। ধোবা হইতে চাষাধোবা যেমন স্বতন্ত্র, গ্রহবিপ্র হইতে অশূদ্র পরিগ্রাহী কুলীন ব্রাহ্মণ যেরূপ স্বতন্ত্র, জালিক এবং অন্যান্য কৈবর্ত্ত শ্রেণী হইতে হালিক তেমনি সকল বিষয়েই স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষে কলেজের উপাধি ধারী অর্থাৎ গ্রাডুএটের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪৫ জন ব্রাহ্মণ, প্রায় ৪০ জন কায়স্থ, প্রায় ৯ জন বৈশ্য এবং বাকি ৬ জন খৃষ্টান, মুসলমান, পার্শী প্রভৃতি এবং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী অন্যান্য জাতির অন্তর্ভূক্ত। এই ছয় জনের মধ্যে কৈবর্ত্ত গ্রাডুএটের স্থান অতীব সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ প্রতি সহস্র গ্রাডুয়েটের সংখ্যা মধ্যে কৈবর্ত্তের সংখ্যা প্রায় একজন। কৈবর্ত্তের মধ্যে কলেজের উপাধিধারীর সংখ্যা অল্প হইলেও ইংরাজি শিক্ষিতের সংখ্যা ইহাদের মধ্যে আজি কালি খুব প্রচুর হইয়া উঠিতেছে। মেদিনীপুর জেলার সর্ব্ব প্রথম গ্রাডুয়েট বাবু মধুসূদন রায় হালিক কৈবর্ত্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির ন্যায় উচ্চ উচ্চ রাজপদ লাভ করিবার জন্য ইহাদের আকাঙ্ক্ষাও

জন্মিয়াছে। কৈবর্ত্তদিগের উপরিউক্ত একাদশ শ্রেণীর লোকদিগের অধিকাংশই প্রায় বৈষ্ণব মতাবলম্বী। বঙ্গদেশে সুবর্ণ বণিক, তন্তুবায়, যুগী, তিলী, তাম্বুলী ও কৈবর্ত্তগণ প্রায়ই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের পক্ষপাতী এবং বিষ্ণুর উপাসক। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ইহাদের সকলেরই উপাস্য। জনৈক বৈষ্ণব লেখক লিখিয়াছেন ;—

বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।
বৈষ্ণব চিনিলে হয় গৌর পদে মতি॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে সাধু আর সতী।
বৈষ্ণবেতে ভক্ত হয় কৈবর্ত্তের জাতি॥

বাঙ্গালায় কৈবর্ত্তদিগের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯৫ জন বৈষ্ণব মতাবলম্বী, বাকি শৈব বা শাক্ত। কৈবর্ত্তদিগের মধ্যে রীতিমত তান্ত্রিক নাই, ইহাদের শতকরা প্রায় ১৩ জন নিরামিষাশী; মাংস ভক্ষণ প্রথা এই জাতির মধ্যে প্রায়ই অপ্রচলিত। হালিক কৈবর্ত্তদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯০ জন বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী এবং শতকরা প্রায় ৮ জন সম্পূর্ণ নিরামিষাশী। হালিকের বাটীতে একাদশী, মহোৎসব, সঙ্কীর্ত্তন এবং এতদ্ব্যতীত পূজা ও ব্রতাদি রীতিমত

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। হালিকের বর্ত্তমান অবস্থা উন্নত; ঈশ্বরের কৃপায় উন্নতির দিকে ইহারা শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। দ্বিজ ও দেবতায় ইহাদের সম্পূর্ণ ভক্তি আছে; হিন্দু ধর্ম্মে ও হিন্দু শাস্ত্রে ইহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ আছে এবং অতিথি সেবা, সৎপাত্রে দান, সদাচার পালন, শুদ্ধ ক্রিয়ার অনুশীলন প্রভৃতির জন্য ইহারা ব্রাহ্মণাদির নিকট বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন। বাঁকুড়া জেলায় যেমন পাচক ব্রাহ্মণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, বর্দ্ধমান জেলায় যেমন কায়স্থদিগের মধ্যে গোমস্তা ও বাজার সরকারের সংখ্যা অধিক, মেদিনীপুর জেলায় কৈবর্ত্তদিগের মধ্যে তেমনি পাঠশালার গুরু মহাশয়ের সংখ্যা অধিক। তুর্ফা, ময়না তমোলুক প্রভৃতি স্থানের রাজাগণ জাতিতে হালিক কৈবর্ত্ত। কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাতনামা পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন রায়, এম, এ, বি,এল; গয়ার লব্ধ প্রতিষ্ঠ জমিদার ও উকিল শ্রীযুক্ত দেওয়ান বাহাদুর প্রকাশচন্দ্র সরকার; তমোলুকের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং উকিল বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস, বি, এল; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এটোয়ার

প্রথিত নামা ইঞ্জিনিয়ার রায় বাহাদুর বিধুভূষণ বিশ্বাস; চন্দননগরস্থ ফরাসী হাইকোর্টের প্রধান জজ (চিফ জষ্টিস) মান্যবর বাবু কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস; আগ্রার বিখ্যাত সওদাগর ৺কৈলাসচন্দ্র মাইতী প্রভৃতি মহাশয়গণ জাতিতে হালিক কৈবর্ত্ত। মুর্শীদাবাদের "চন্দ্রপ্রভা" ও "মুর্শীদাবাদ প্রতিনিধি" এবং ডায়মণ্ড হারবারের "সেবিকা" মাহিষ্য জাতির মুখপত্র। হাবড়া জেলান্তর্গত ঝিকরা গ্রামের বাবু জীবনকৃষ্ণ রায় মহাশয় মাহিষ্য জাতির মহা ধনবান সওদাগর ও জমিদার। বাবু রূপরাম দাস দেওয়ান বাহাদুর রূপরাম বলিয়া খ্যাত। বাবু সদারাম দাস ও বাবু কৃপালরাম দাস (রায়) মুর্শীদাবাদ নবাব প্রাসাদে বহু পূর্ব্বে মহোচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। পাঁশকুড়া থানার এলাকায় সদারামের প্রতিষ্ঠিত সদারাম চক গ্রাম এবং তাঁহার সহোদর কৃপাল রামের প্রতিষ্ঠিত "দেওয়ান কৃপাল রায়ের বেড়" নামক গ্রাম এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই পুস্তকের প্রকাশক মহেন্দ্র বাবু ইহাঁদের বংশধর। নবদ্বীপ জেলায় এক সময়ে কৈবর্ত্ত জাতিরা সেনাপতির কার্য্য করিত।

কবিবর ঘণরাম মাহিষ্য জাতির সামান্য মাত্র ইতিবৃত্ত

উপলক্ষ করিয়া শ্রীধর্ম্মমঙ্গল নামে মহা কাব্য * রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ঐ মহা কাব্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগের সভায়, বারোয়ারী পূজায়, পল্লীগ্রামের গাজনে, রাঢ় দেশের ধর্ম্মমণ্ডপে ভাগবতের ন্যায় সভক্তি গীত হইয়া থাকে। হালিক জাতির স্বভাব ও চরিত্রের প্রশংসা মহামান্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক শাসন রিপোর্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাঙ্গালার কারাগারে অন্যান্য হিন্দুজাতির তুলনায় মাহিষ্য কয়েদীর সংখ্যা অতি অল্প। ৩০ লক্ষ কৈবর্ত্তের মধ্যে অতি সামান্য সংখ্যাই অসচ্চরিত্র!

হালিক কৈবর্ত্তের উৎপত্তি। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে—

> ক্ষত্রবীর্য্যেন বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্ত পরিকীর্ত্তিতঃ।

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় পিতার ঔরষে এবং বৈশ্যা মাতার গর্ভে হালিক কৈবর্ত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

> ক্ষত্রিয় পুরুষ আর বৈশ্যার রমণী।
> সম্ভোগে কৈবর্ত্ত জন্মে বিখ্যাত অবনী॥ †

* এই মহা কাব্য রাঢ় দেশে "ধর্ম্মপুরাণ" নামে প্রসিদ্ধ।

† পণ্ডিত গয়ারাম বটব্যাল কৃত ব্র-বৈ-পুরাণের বাঙ্গালা কাব্যানুবাদ (১২৩৯ সাল।)

আদিশূর ও বল্লাল সেনের পূর্ব্ববর্ত্তী পূর্ব্ববঙ্গের দলপতি সেন মহারাজার প্রধান সভা পণ্ডিত রায় রামসেবক মিশ্র বঙ্গের কতিপয় জাতি সম্বন্ধে কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়া ছিলেন, তাহার একটি শ্লোকের অনুবাদ এই—

ক্ষত্রিয় নামেতে দ্বিতীয় বর্ণের পিতা।
হালিকের জন্ম হয় বৈশ্যা যার মাতা॥

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় নামক দ্বিতীয় বর্ণের পিতার ঔরসে এবং বৈশ্যা জাতীয়া মাতার গর্ভে হালিকের জন্ম হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের সময়ে চট্টগ্রামের জলধর পণ্ডিত মহাশয় কৈবর্ত্তজাতির উল্লেখ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জালিকের ভবনেতে অন্ন, জল, দান।
গ্রহণ করিলে হয় চণ্ডাল সমান॥
হালিকের ভবনেতে অন্ন পাক চলে।
শাস্ত্রমতে হালিকেরে বৈশ্য জাতি বলে॥
হালিকের পিতা হয় ক্ষত্র শস্ত্রধারী।
জননী যাহার হয় বৈশ্যা শুদ্ধা নারী॥

ক্ষত্রিয় পিতা এবং ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহিতা বৈশ্যা

পত্নীর সংযোগে জন্মগ্রহণ হইয়াছে বলিয়া হালিকেরা বৈশ্য সমাজভুক্ত, কারণ মহামতি মনু হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের ব্যবস্থা কর্ত্তা পর্য্যন্ত সমুদয় পণ্ডিত এই প্রকার পুত্রকে বৈশ্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র মতে, যে জাতি যে জাতিকে বিবাহ করিতে পারে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া যাইতেছে, ঐ তালিকা দৃষ্টে বিবাহের অধিকার বুঝিতে পারিবেন।

ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণীকে, ক্ষত্রিয়ানীকে, বৈশ্যাণীকে, এবং শূদ্রাণীকে বিবাহ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয়জাতি ক্ষত্রিয়াণীকে বৈশ্যাণীকে এবং শূদ্রাণীকে বিবাহ করিতে পারে। বৈশ্যজাতি, বৈশ্যাণী এবং শূদ্রাণীকে বিবাহ পরিতে পারে এবং শূদ্রজাতি কেবল শূদ্রাণীকে বিবাহ করিতে অধিকারী।

উপরিউক্ত শাস্ত্রীয় বিবাহে, সে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তা মহর্ষিগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাহারা নিম্ন লিখিত জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্যথা—

১। ব্রাহ্মণ পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতার পুত্র—ব্রাহ্মণ।

২। ব্রাহ্মণ পিতা ও ক্ষত্রিয়ানী মাতার পুত্র—ক্ষত্রিয়।

৩। ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্যা মাতার পুত্র—বৈশ্য।

৪। ব্রাহ্মণ পিতা ও শূদ্রাণী মাতার পুত্র—শূদ্র।

৫। ক্ষত্রিয় পিতা ও ক্ষত্রিয়া পুত্র—ক্ষত্রিয়।

৬। ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্যা মাতার পুত্র—বৈশ্য।

৭। ক্ষত্রিয় পিতা ও শূদ্রা মাতার পুত্র—শূদ্র।

৮। বৈশ্য পিতা ও বৈশ্যা মাতার পুত্র—বৈশ্য।

৯। বৈশ্য পিতা ও শূদ্রাণী মাতার পুত্র—শূদ্র।

১০। শূদ্র পিতা ও শূদ্রা মাতার পুত্র—শূদ্র।

উপরে যে দশ প্রকার পুত্রের কথা লিখিত হইল ইহাতে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্যা মাতার পুত্র বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত, তাহা হইলে ইহা অবিসম্বাদীরূপে স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে, হালিক কৈবর্ত্তগণ জন্মতঃ বৈশ্য। তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের বর্ত্তমান উপায়াদি এবং তাহাদের গার্হস্থ্য আচাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, হালিক কৈবর্ত্তেরা কেবল জন্মতঃ নহে, ধর্ম্মতঃ এবং কর্ম্মতঃ বৈশ্য। ব্যাসসংহিতায় একটী শ্লোক আছে, তাহা এই—

"ক্ষত্রবীর্য্যাত্তু বৈশ্যায়াং বৈকর্ত্ত্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।"

অর্থাৎ "ক্ষত্রিয় পিতার এবং বৈশ্যা মাতার সংযোগে হালিক কৈবর্ত্তের জন্ম।" উপরিউক্ত দশ পুত্রের মধ্যে ষষ্ঠ পুত্র হালিক। তাহা হইলেই স্পষ্ট বুঝা গেল, হালিকেরাই প্রকৃত বৈশ্য সম্প্রদায় ভুক্ত। এবং তাহাদিগের পক্ষে বৈশ্য জনোচিত কর্ম্মই প্রশস্ত। মনুসংহিতায় ব্যবস্থা আছে যে, বৈশ্য স্বকর্ম্মভ্রষ্ট হইলে পুষভক্ষক রাক্ষস অথবা মৈত্রাক্ষ জ্যোতিক নামক প্রেতযোণি প্রাপ্ত হয়।

নৈরাক্ষ জ্যোতিকঃ প্রেতো বৈশ্যাভবতি পূযভূক।
চৈলাকশ্চ ভবতি ক্ষত্রোধর্ম্মাংজকাচ্চ্যুতঃ॥
(মনুসংহিতা। ১২ অঃ। ৭২ শ্লোক।)

ধর্ম্মজীবন ব্রাহ্মণ যদি স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়, তবে রাজা তাঁহাকে দণ্ডিত করিবেন, ইহাও মনুর ব্যবস্থা।

যশ্চাপি ধর্ম্ম সময়াৎ প্রচ্যুতো ধর্ম্মজীবনঃ।
দণ্ডেনৈব তমপ্যোষেৎ স্বকার্দ্ধর্ম্মাদ্ধি বিচ্যুতম্॥
(মনু। ৯ম অঃ। ২৭৩ শ্লোক।)

মনু মহারাজা বলিয়াছেন, "নির্ম্মলী বৃক্ষের ফল জলে দিলেই জল পরিষ্কার হয়, কিন্তু কেবল তাহার নাম গ্রহণ করিলেই জল স্বচ্ছ হয় না, তদ্রূপ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান

করিলেই ধর্ম্ম করা হয়, কেবল বর্ণাশ্রমাদির চিহ্ন ধারণ করিলেই হয় না।”

ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বুপ্রসাদকম্।
ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি॥

(৬ষ্ঠ অধ্যায়।)

শাস্ত্রের এই সকল উক্তি অবশ্যই অনুসরণীয়, যাহারা পালন না করে, তাহারা শাস্ত্রের অমর্য্যাদা জন্য নিশ্চয়ই অপরাধী।

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং
ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং
যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং
কস্তস্য কুর্য্যাৎ বচনং প্রমাণং॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতির বাক্যকে অগ্রাহ্য করে, তাহার বাক্য সদাই অগ্রাহ্য। শাস্ত্রবিধি অমান্য করা মহা অপরাধ ও মহা পাপ বলিয়া গণ্য। শাস্ত্র দ্বারা যাহা সিদ্ধান্ত হয়, তাহার অনুমোদন করা ও অনুসরণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমৎ ভগবৎগীতায় সুস্পষ্ট বলিয়াছেন যে, শাস্ত্র অমান্য করা মহা

নির্ব্বুদ্ধিতা এবং মহা অকল্যাণের কারণ। মনু মহারাজা লিখিয়াছেন, যিনি ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে প্রত্যক্ষ অনুমান এবং বেদমূলক স্মৃতাদি বিবিধ আগম সকল উত্তমরূপে অনুশীলন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রত্যক্ষ ঞ্চানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
এরং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥
(মনুসংহিতা। ১২ অঃ। ১০৫ শ্লোক।)

হালিক ও জালিক শব্দের অর্থ। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, হালিক ও জালিক এই দুই শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি কি? অনেকে ইহাও জানিতে আকাঙ্ক্ষী যে, হালিক ও জালিক এই দুই সম্প্রদায়ের কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছে? এইরূপ প্রশ্ন খুব প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে কৈবর্ত্ত শব্দ সম্বন্ধে একটি মহা ভ্রমাত্মিকা ধারণার মীমাংসা করা আবশ্যক। অনেকে অনুমান করেন, কিম্বর্ত্ত শব্দ হইতে কৈবর্ত্ত শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। যাঁহারা এইরূপ অনুমান করেন, তাঁহাদিগকে কিম্বর্ত্ত শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিয়া থাকেন, "কিম্বর্ত্ত একটা দেশের নাম, সেখানকার অন্ত্যজ অধিবাসীরা

কালক্রমে অপভ্রংশে কৈবর্ত্ত্য নামে অভিহিত হইয়াছে।”
কিন্তু একথা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মিকা তাহাতে আর অনুমাত্র
সন্দেহ নাই, কারণ নিম্নলিখিত প্রমাণ দ্বারা ইহাদের অভিমতি
খণ্ডণ করা যাইতে পারে।

১ম প্রমাণ। কিম্বর্ত্ত দেশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও
ঐতিহাসিক, ভৌগলিক বা শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই। সুতরাং
বলিতে হয়, কিম্বর্ত্ত দেশের কথা কেবল অনুমানসিদ্ধ মাত্র
অথবা মিথ্যা কল্পনার রাজ্যেই ইহার অবস্থান!

২য় প্রমাণ। সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে কিম্বর্ত্ত শব্দ হইতে
কৈবর্ত্ত শব্দ নিষ্পন্ন হয় না।

৩য় প্রমাণ। শ্রীমৎ মনু মহারাজ তাঁহার জগদ্বিখ্যাত
সংহিতা শাস্ত্রে সুস্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন যে, “কৈবর্ত্ত মিতি যং
প্রাহুরার্য্যাবর্ত্ত নিবাসিনঃ॥” অর্থাৎ কৈবর্ত্ত জাতিরা আর্য্যা-
বর্ত্ত দেশের নিবাসী। সুতরাং কিম্বর্ত্ত দেশের অধিবাসী
বলিয়া কেমনে তাহাদিগকে আখ্যাত করা যাইতে পারে?
যদি কৈবর্ত্তেরা কিম্বর্ত্ত দেশের অধিবাসী হইতেন তাহা হইলে
জগতের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম ব্যবস্থাকর্ত্তা শ্রীমন্মনু মহারাজা
কি তাহা উহ্য রাখিতে পারিতেন?

৪র্থ প্রমাণ। তর্কস্থলে যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, কিম্বর্ত্ত শব্দ হইতে কৈবর্ত্ত শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইলেও বিপক্ষদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। কারণ একটী শব্দের ব্যুৎপত্তি সেই শব্দের প্রতিপাদ্য সকল শব্দে প্রযুক্ত হয় না। যেমন "হরি" শব্দের যে ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থে ভবভয় হরণকারী বিষ্ণু বুঝায় সে অর্থে বানর বা সিংহ বুঝায় না। আবার অনেক শব্দেরই প্রকৃত অর্থ ব্যুৎপত্তি অর্থের অনুসারী নহে, যেমন "মণ্ডপ" শব্দ মণ্ড+পা+ঃ প্রত্যয়ে কর্ত্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন, ইহার ব্যুৎপত্তি অর্থ মণ্ডপাণকর্ত্তা কিন্তু ইহার ব্যবহারিক অর্থ পূজার গৃহ। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। সুতরাং বিপক্ষদলের অভিমতি সম্পূর্ণ অন্যায়।

৫ম প্রমাণ। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে পারস্য দেশাধিপতি দরায়স এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ সেনাপতি স্কাইলাক্স ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ইঁহারা কৈবর্ত্ত জাতিকে ক্ষত্রিয়ের কার্য্য করিতে দেখিয়াছিলেন। (History of Central Asia, Page 163 এবং ১৩০৮ সালের ১লা শ্রাবণ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা পাঠ করুন।) খৃষ্টের জন্ম-

গ্রহণের ৩২৭ অব্দে সম্রাট সেকেন্দর (Alexander the Great) ভারতাক্রমণ করেন। চৈনিক পরিব্রাজকগণ ভারতবর্ষে কৈবর্ত্ত জাতিকে শিল্প, বাণিজ্য ও সমর সম্বন্ধীয় কার্য্য করিতে দেখিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ প্রাচীণ গ্রীক জাতির পণ্ডিত হিরোদোতশ লিখিয়াছেন, কৈবর্ত্তেরা রাজনীতি বলে এবং তাহাদের দেশহিতৈষীতা, সাহস ও বীরত্ব গুণ প্রশংসনীয়। (উপরিউক্ত পত্রিকায় প্রবন্ধ দেখুন।)

এই সকল প্রমাণদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, কিম্বর্ত্ত শব্দ হইতে কৈবর্ত্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। আবার অনেকে বলিয়া থাকেন, কৈবর্ত্ত শব্দের অর্থ নৌকার মাঝি। সংস্কৃত ভাষার যে শব্দদ্বারা মাঝি বা কর্ণধার বুঝায় তাহা কৈবর্ত্ত শব্দ নহে, সেই শব্দের নাম "কৈবর্ত্তকঃ", ভগবদ্গীতা মাহাত্ম্যে প্রমাণ দেখুন—

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা।
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা॥
অশ্বত্থাম বিকর্ণ ঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী।
সোত্তীর্ণাখলু পাণ্ডবৈরননদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ॥

যদি কৈবর্ত্তকঃ শব্দ কৈবর্ত্ত শব্দের প্রতিপাদক হয় তাহা

হইলেও এই শব্দ কৈবর্ত্ত জাতির পবিত্রতার পরিচায়ক, কারণ শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত এ শব্দের তুলনা করা হইয়াছে। যাহাহউক, হালিক ও জালিক কৈবর্ত্তদিগের সংক্ষিপ্ত ও প্রকৃত ইতিবৃত্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অতি পূর্ব্বকালে আর্য্যাবর্ত্তে বর্ণপ্রাস এবং কুশদ্যোত নামে দুই ঋষি বাস করিতেন। ইহাদের মধ্যে বর্ণপ্রাস ঋষির আশ্রম নদীতটে এবং কুশদ্যোত ঋষির আশ্রম পর্ব্বতপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। কুশদ্যোতের ভৃত্যের নাম ভূজকণ্ঠ এবং বর্ণপ্রাসের ভৃত্যের নাম অমরকণ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ণপ্রাসের ভৃত্যকে নদীর জলে এবং নদীতটে কার্য্য করিতে হইত এই জন্য তাহাকে জলবাহী অথবা জলধর এবং কুশদ্যোতের ভৃত্যকে স্থলে থাকিয়া উদ্যান সম্পর্কীয় ও কৃষি সম্পর্কীয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে হইত এই জন্য তাহাকে স্থলবাহী বা হলবাহী অথবা হলধর বলা হইত। কালক্রমে অপভ্রাংশে এই জলবাহী বা জলধর হইতে জালিক ও হলবাহী এবং হলধর হইতে হালিক শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে; বস্তুতঃ জালিকের আদিপুরুষের নাম অমরকণ্ঠ এবং হালিকের আদি-পুরুষের নাম ভূজকণ্ঠ। ভূজকণ্ঠের প্রভুর নাম মহর্ষি

কুশদ্যোত, এই মহামতি কুশদ্যোতের ভক্ত সেবক ও সহচর ভূজকণ্ঠ হইতে হালিকের উৎপত্তি, এই জন্যই শাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে—

কৈবর্ত্তা দ্বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ হালিকা র্জালিকা মুনা।
হলবাহাঃ হালিকাশ্চ জালিকাঃ মৎস্য জীবিনঃ॥

ভূজকণ্ঠ ও অমরকণ্ঠ পরস্পর সহোদর বা একবর্ণভুক্ত ছিল না, সুতরাং হালিক ও জালিকের আদিপুরুষ এক গোত্র সম্পন্ন নহে। ভূজকণ্ঠ জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিল, আজ্যপ বংশ সম্ভূতা বৈশ্যা কন্যাকে বিবাহ করিয়া পুত্রোৎপাদন করায় ইহার বংশধরগণ হলবাহী কৈবর্ত্ত অর্থাৎ হালিক কৈবর্ত্ত কিম্বা বৈশ্য কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।* অমরকণ্ঠের বংশধরগণ জালিক এবং শূদ্র।

* মনুসংহিতার ৩য় অধ্যায়ে আজ্যপবংশের উল্লেখ আছে। তদ্যথা—

সোমপা নাম বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং হবির্ভুজঃ।
বৈশ্যা নামাজ্যাপা নামাশূদ্রাস্তুসুকালিনঃ॥

(১৯৭শ্লোক)

ব্রাহ্মণগণের সোম্পনামে পিতৃলোক, ক্ষত্রিয়দিগের হবিভূজ নামে পিতৃলোক বৈশ্যদিগের আজ্যপ নামে পিতৃলোক এবং শূদ্রদিগের পিতৃলোক সুকালিনগণ।

মাহিষ্য-বিচার। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায় সমূহে স্পষ্টতঃ দেখান গিয়াছে যে, হালিক কৈবর্ত্তেরা বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত। সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশের হালিক কৈবর্ত্তেরা "মাহিষ্য" উপাধি গ্রহণ করিবার জন্য ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। নানাস্থানে সভা, সমিতি, বক্তৃতা, আন্দোলন, তর্ক বিতর্ক,

---

যএতে তু গণা মুখ্যাঃ পিতৃণাং পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তেষামপীহ বিজ্ঞেয়ং পুত্র পৌত্রমনন্তকম্॥

(২০০শ্লোক)

অর্থাৎ—এই যে সকল প্রধান প্রধান পিতৃগণ বলা হইল, এই জগতে তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদি অনন্তবংশ পরম্পরাকেও পিতৃলোক বলিয়া জানিবে।

বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় এই যে, আচার্য্য উইলসন সাহেব (H. H. Wilson) বৈশ্যা শব্দকে বেশ্যা বুঝিয়া ভয়ানক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই জন্য Prostitute অনুবাদ করিয়া লোক হাসাইয়াছেন এবং বিনাকারণে নিরপরাধী কৈবর্ত্তজাতি সম্বন্ধে অযথা কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। মনুর ১৯৭ শ্লোকে স্পষ্টতঃ বৈশ্যা শব্দ লিখিত আছে, সুতরাং আচার্য্য উইলশন সাহেব এত বড় পণ্ডিত হইয়া কেমনে বৈশ্যা শব্দকে বেশ্যা স্থির করিয়া Prostitute অনুবাদ করিলেন?

বিচার প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছে, তৎসঙ্গে সঙ্গে সম্বাদপত্র ও মাসিকপত্রেরও সৃষ্টি হইয়াছে এবং বহুবিধ পুস্তক ও পুস্তিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া পণ্ডিত সমাজে ও জনসাধারণে বিতরিত ও বিক্রীত হইতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, হালিক কৈবর্ত্তেরা মাহিষ্য উপাধি গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত অধিকারী কি না? এই প্রয়োজনীয় প্রশ্নের মীমাংসার পূর্ব্বে দেখা উচিত, মাহিষ্য শব্দ বৈশ্যত্ব প্রতিপাদক কি না? যদি ইহা বৈশ্যত্ব প্রতিপাদক হয় তাহাহইলে হালিক কৈবর্ত্তেরা এই উপাধি গ্রহণের সম্পূর্ণ অধিকারী, ইহা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে; কারণ পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে হালিক কৈবর্ত্তেরা বৈশ্যজাতীয়। আমি এক্ষণে মাহিষ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ বিষয়ে বিচার করিবার আকাঙ্ক্ষা করি।

মহীকে অর্থাৎ ভূমি বা পৃথিবীকে যে ব্যক্তি লাঙ্গলদ্বারা বিদারণ করে সেই ব্যক্তি মাহিষ্য (স্বার্থে ঘঞ)। সুবন্ত পদ পূর্ব্বে থাকিলে অনুপসর্গক আকারান্ত ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয়। মহী+সো+ক=মহীষ; বৈদেহী বন্ধুবৎ ঈ কারের হ্রস্বত্ব ই কারের পরস্থ স, ষ হইল। মহিষ (স্বার্থে ঘ ঞ

না ষ্য) মাহিষ্য। মহী+সো+ক=মহিষ; মহিষ+ষঞ= মাহিষ্য। মাহিষ্য অর্থে কৃষিজীবি জাতি বুঝায়।

তাহা হইলে চাষী কৈবর্ত্তগণকে অর্থাৎ হালিকগণকে মাহিষ্য উপাধি গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হয় না।

মাহিষ্য শব্দ যে বৈশ্যত্ব প্রতিপাদক তৎসম্বন্ধে নিম্নে প্রমাণ দেওয়া গেল।

যাজ্ঞবল্ক্য মুনি বলেন—

বৈশ্যাশূদ্রোস্তুরাজন্যাৎ মাহিষ্যো গ্রৌস্মৃতোস্মৃতৌ।

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় পিতা এবং বৈশ্যা মাতাতে মাহিষ্য জন্মে।

হারীত মুনি বলেন—

রাজন্যাৎ বৈশ্যাশূদ্রোস্ত্বমাহিষ্যো গ্রৌতুতৌস্মৃতৌ।

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় পিতা এবং বৈশ্যা মাতাতে মাহিষ্য জন্মে।

পরশুরাম বলেন—

ক্ষত্রিয়াৎ বৈশ্য কন্যায়াং মহিষ্যস্তু চ সম্ভবঃ।

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ভার্য্যাতে মাহিষ্য জন্মে।

গৌতম বলেন—

তেভ্য এত বৈশ্যা মাহিষ্য বৈশ্য বৈদেহান্।

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা জাত সন্তান মাহিষ্য।

মনু সংহিতায় দশম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকের টীকায় মহামতি কুল্লুক ভট্ট ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ভার্য্যাজাত পুত্রকে মাহিষ্য বৈশ্য বলিয়াছেন। সুতরাং আর অধিক প্রমাণের আবশ্যক নাই, ইহাদ্বারাই স্পষ্টতঃ ও নিঃসন্দেহতঃ প্রমাণীত হইতেছে যে হালিক কৈবর্ত্তগণ প্রকৃত বৈশ্য এবং মাহিষ্য উপাধি গ্রহণের উপযুক্ত অধিকারী।

হালিক কৈবর্ত্তগণ মাহিষ্য অর্থাৎ বৈশ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন সুতরাং বৈশ্যের পৌরহিত্য করিতে ব্রাহ্মণের আপত্তি থাকিবে কেন? শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে জাতির যেরূপ কর্ম্ম ও ধর্ম্ম তদপেক্ষা উচ্চতর বা নিম্নতর জাতির কর্ম্ম ও ধর্ম্মকে পালন বা অনুকরণ করা তাহার পক্ষে মহাপাপ। যদি তাহাই হয় তাহাহইলে বৈশ্য মাহিষ্য জাতিকে ভ্রমক্রমে শূদ্র স্থির করিয়া শূদ্রের কার্য্য করিতে বলা অপরাধ নয় কি?

স্বে স্বে কর্ম্মণ্য ভিরতঃ সংসিদ্ধিংলভতে নরঃ।
স্বকর্ম্ম নিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥

(গীতা ১৮।৪৫)

মাহিষ্যগণ বৈশ্য, সুতরাং বৈশ্যজনোচিত কর্ম্মেরই

উপযুক্ত। শাস্ত্রেরও তাহাই আজ্ঞা। শাস্ত্রবিধি অমান্য করিয়া উচ্চতর বা নিম্নতর জাতির কার্য্য করা বা করিতে আদেশ দেওয়া মহাপাপ। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া তপস্যা করিলেও সে তপস্যার শুভ ফল না হইয়া অশুভ ফল হয়। (গীতা ১৭অঃ। ৫ শ্লোক দেখুন)। অতএব শাস্ত্রবিধি অনুসারে মাহিষ্যের বৈশ্যজনোচিত কর্ম্ম করাই বিধেয়। শাস্ত্র সর্ব্বদা মাননীয়।

যঃ শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতি॥
তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তু মিহার্হসি॥

(গীতা ১৬ অ। ২৩)

মনু বলিয়াছেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মোচিত বৃত্তি না করিলে, ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে তাহা করাবার চেষ্টা করিবেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন, রাজা যত্ন সহকারে বৈশ্য ও শূদ্রকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন, যেহেতু ইহারা স্ব স্ব কার্য্যচ্যুত হইলে জগতে বিশৃঙ্খলা ঘটে।

মাহিষ্যদিগের উপবীত প্রসঙ্গের বিচার। বঙ্গ-

দেশে বৈশ্যজাতির উপবীত গ্রহণের প্রথা নাই। মাহিষ্যগণ বৈশ্য হইলেও দ্বিজ বা দ্বিজধর্ম্মী নহে, মাহিষ্যসমাজের নেতারাও ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। হালিক কৈবর্ত্তের উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে মাহিষ্যজাতির পৃষ্ঠপোষক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণবৃন্দ এবং তাহাদের নেতারা অভিমত দেন নাই। আমার বিবেচনায় মাহিষ্যজাতির উপবীত গ্রহণের আন্দোলন একেবারেই বন্ধ রাখা ভাল। এরূপ আন্দোলনে সামাজিক বিপ্লব ঘটিবার আশঙ্কা আছে তদ্ভিন্ন একটা চিরাগত সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন করাও যুক্তি সঙ্গত নহে। এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা পালনীয়।

মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীমন্মহারাজ মনুমহোদয় লিখিয়াছেন যে—

কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকম্॥
উদ্ধৃতে দক্ষিণেপাণাবুপবীত্যচ্যতে দ্বিজঃ।
সব্যে প্রাচীন আবীতী নিবীতী কণ্ঠসজ্জনে॥

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের উপবীত কার্পাসসূত্রে, ক্ষত্রিয়ের শণসূত্রে বৈশ্যের মেষসূত্রে প্রস্তুত করিতে হয়। উহা ত্রিবৃৎ অর্থাৎ

তিনগাছি সূতায় উর্দ্ধাধোভাবে অবলম্বিত থাকিবে। ব্রাহ্মণের উপবীত বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণকক্ষ নিম্নপর্য্যন্ত লম্বিত থাকিবে এবং তন্মধ্য দিয়া দক্ষিণ বাহু নিষ্ক্রান্ত হইলে তাহাকে উপবীতী বলা যায়। ব্রাহ্মণই প্রকৃত উপবীতী। ক্ষত্রিয়ের দক্ষিণস্কন্ধ হইতে বামকক্ষ নিম্ন পর্য্যন্ত লম্বিত থাকিবে ও তন্মধ্য দিয়া বামবাহু নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে। ক্ষত্রিয় প্রাচীনাবীতী। বৈশ্যের চণ্ডসূত্র মালার ন্যায় কণ্ঠদেশে দোলায়-মান থাকিবে, বৈশ্য উপবীতী বা প্রাচীনাবীতী নহে, কেবল নিবীতী। এখনকারকালে যুগী ও জোলারা পর্য্যন্ত উপবীত ধারণ করে, সুতরাং উপবীতের আর মান্য কোথায়? মনুসংহিতায় ব্যবস্থা আছে (৪র্থ অধ্যায়) "যাহার যাহা চিহ্ন নয় সে যদি বর্ণাশ্রমের অবিরোধী চিহ্ন ধারণ করে তাহা হইলে সে মহাপাপী বলিয়া গণ্য হয় এবং তির্য্যকযোনি প্রাপ্ত হয়।" শূদ্র যদি দ্বিজচিহ্ন ধারণ করে (মনুরমতে) তাহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।

উপবীত ধারণ সম্বন্ধে শ্রীমন্মনু মহারাজা ব্যবস্থা করিয়া-ছেন যে, বৈশ্যের দ্বাদশবৎসর মধ্যে উপনয়ন হওয়া আবশ্যক, যদি কোনও অনিবার্য্য কারণে বা দৈবদুর্ঘটনায় তাহা না

হয়, তাহা হইলে চতুর্ব্বিংশ বয়স মধ্যে উপনয়ন হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন, তাহা না হইলে "ব্রাত্য" অপরাধ হয়। ব্রাহ্মণের ষোল বৎসর এবং ক্ষত্রিয়ের বাইশ বৎসর মধ্যে উপনয়ন না হইলে তাহাদেরও "ব্রাত্য" অপরাধ হয়, কিন্তু ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উপনয়ন হইতে পারে কিন্তু বৈশ্যের তাহা হয় না। বৈশ্যজাতি ব্রাত্য অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারে না এ সম্বন্ধে তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত নাই। বৈশ্যের চব্বিশ বৎসর মধ্যে উপবীত না হইয়া থাকিলে বৈশ্য আবার উপবীত ধারণ করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ বঙ্গদেশে বৈশ্যের উপবীত ধারণ প্রথা নাই; দেশাচার, লোকাচার ও সমাজাচার লঙ্ঘন করা অনুচিত। তৃতীয়তঃ কৈবর্ত্তজাতি কখন উপবীত ধারণ করে নাই। চতুর্থতঃ কৈবর্ত্তজাতি বৈশ্য হইলেও উপবীতী নহে, নীবীতী মাত্র। কৈবর্ত্তের উপবীত মেষসূত্র, মেখলা শনতন্তু, দণ্ড পীলুকাষ্ঠ, এবং ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় পরিধেয় মেষলোম-বস্ত্র, ইহাই শাস্ত্রবিধি। বৈশ্য ব্রহ্মচারীর হস্তস্থিত দণ্ড, নাসাগ্র পর্য্যন্ত দীর্ঘ হওয়া উচিত। (মনু ২য় অধ্যায় দেখ।) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে বৈশ্যের উপবীত আছে বটে, কিন্তু সে সকল দেশে

উপবীতের মূল্য এক পয়সা হইতেও অল্প, কারণ সেখানে স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, কলু, মালী প্রভৃতিরও উপবীত দেখা যায় !!

মাহিষ্যজাতি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের এবং দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের অভিমত। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর মহাশয় মেদিনীপুর জিলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি মেদিনীপুর স্কুলের হেড্ মাষ্টার সুপ্রসিদ্ধ বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে একবার বলিয়াছিলেন, "আমাদের জেলায় (অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলার) হালিক কৈবর্ত্তদিগের রূপ, গুণ, শিক্ষা, দীক্ষা প্রভৃতি দেখিলে ইহাদিগকে নীচশূদ্র বলিয়া বোধ হয় না।" রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার, গীতারহস্যের গ্রন্থকার এবং কটক গবর্ণমেণ্ট কলেজের প্রিন্সীপাল সুবিখ্যাত পণ্ডিত নীলকণ্ঠ মজুমদার এম,এ, মহাশয় মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী ছিলেন, তিনি আমাকে কহিয়াছিলেন, "আমার বিবেচনায় হালিক কৈবর্ত্তেরা বৈশ্য।" নবদ্বীপ, শান্তিপুর, বিক্রমপুর, ভট্টপল্লী, কাশীধাম প্রভৃতি স্থানের পঞ্চশতাধিক পণ্ডিত, হালিক কৈবর্ত্তকে মাহিষ্য বৈশ্য বলিয়াছেন। ("মাহিষ্য-বিবৃতি" ও "মাহিষ্য-প্রসঙ্গ" পুস্তক

দেখুন।) পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য স্মার্ত্ত শিরোমণি এম,এ, ডি,এল, নবদ্বীপ সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সীপাল এবং বর্দ্ধমান মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। ইঁহার অভিমতি ব্যবস্থাশাস্ত্রের অভিমতির ন্যায় মাননীয়। ইনি লিখিয়াছেন, "হালিক কৈবর্ত্তেরা জলাচরনীয় জাতি, ইহারা কায়স্থের ঠিক নিম্নেই স্থান পাইবার যোগ্য।" (Hindu Castes and Sects. P. 279) সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন, "হালিক কৈবর্ত্তেরা সমাজের উচ্চস্থান অধিকার করে।" ভক্তিবিনোদ বাবু কেদারনাথ দত্ত (ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট) মহাশয় লিখিয়াছেন, "হালিক কৈবর্ত্তেরা বৈশ্যশ্রেণীভূক্ত।" সময় সম্পাদক বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম,এ, লিখিয়াছেন, "হালিক কৈবর্ত্তদিগের বিশেষ উপাধি মাহিষ্য।" সমাজ-সংস্কারক সুপ্রসিদ্ধ বাবু রসিকলাল রায় মহাশয় বলেন, "হালিক কৈবর্ত্তগণ বৈশ্য।" রঙ্গপুর, দিনাজপুর, কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অসংখ্য স্থানের অসংখ্যাসংখ্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মত "সেবিকা" নাম্নী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা পাঠ করুন। সার উইলিয়ম জোন্স লিখিয়াছেন, "মাহিষ্যগণ বৈশ্য (English translation of the

manu samhita) মহাপণ্ডিত মেন্ সাহেব হিন্দু আইনপুস্তকে লিখিয়াছেন, "মাহিষ্যর পিতা ক্ষত্রিয় এবং মাতা বৈশ্যা।" (Mayne's Hindu Law.) অম্বষ্ঠ-দর্পণ প্রণেতা পাদ্রী কে,ডি, গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "চাষী কৈবর্ত্তগণ বৈশ্য।" পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধ-নির্ণয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "চাষী কৈবর্ত্তকুল বৈশ্য (মাহিষ্য)।" নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভুবনমোহন ন্যায়রত্ন ও ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়গণ লিখিয়াছেন, "হালিক কৈবর্ত্তেরা মাহিষ্য বৈশ্য।" বর্দ্ধমান-প্রচারিকা সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন, রাণী রাসমণি, দেওয়ান রূপরাম, তমোলুকের রাজবংশ, ময়নার রাজবংশ, (তুর্ফার রাজবংশ) প্রভৃতি হালিক কৈবর্ত্তজাতি হইতে উৎপন্ন।" জাতিবিবেক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালার হালিক কৈবর্ত্তকুল ক্ষত্রিয় পিতার ঔরসে এবং বৈশ্যা মাতার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে।" বঙ্গীয় পুরোহিত নামক গ্রন্থের প্রণেতা বলেন, "হালিক কৈবর্ত্তেরা বৈশ্য।" বিশ্বকোষ প্রণেতা বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, "চাষী কৈবর্ত্তজাতীর রাজাগণ বহুকালব্যাপিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছেন।"

স্বামী বিদ্যারণ্য ভারতী বলেন, হালিক সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা বৈশ্যের মত ব্যবহার করে, ইহা আমি জানি ও স্বীকার করি।" এলোকেশী সম্পর্কীয় প্রসিদ্ধ মোকদ্দমায় তারকেশ্বরের ভূতপূর্ব্ব মহান্ত—মাধবগিরি ফৌজদারী আদালতে এজাহার ও জেরার সময়ে, বলিয়াছিলেন "আমার স্নানের জল শূদ্রেরা আনে এবং পূজার জল প্রায় ব্রাহ্মণেরাই আনয়ন করে। পাকশালার জল একজন স্ত্রীলোক আনিত সে জাতিতে কৈবর্ত্তা হইলেও শূদ্রা নহে, কারণ ঐ স্ত্রীলোক হালিক সম্প্রদায়ভুক্তা।" বেঙ্গলী সম্পাদক অনারেবল সুরেন্দ্র-নাথ বন্দোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"আমরা কয়েকবার কৈবর্ত্ত জাতি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। হালিক কৈবর্ত্ত-দিগের মধ্যে অনেক শিক্ষক, সম্ভ্রান্ত, শুদ্ধাচারী এবং উচ্চপদস্থ লোক আছেন, ইহা আমরা জানি। এখনকার সমাজে ইহাদের প্রতিপত্তি দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতেছে।"

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ইংলিশম্যান নামক ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্রে সুপণ্ডিত ভুবনানন্দ ব্রহ্মচারী লিখিয়া-ছিলেন—"কৈবর্ত্তদিগের আন্দোলন ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে দেখিতেছি। মাহিষ্যদিগের এই আন্দোলন স্বামী

রাখিবার জন্য ইহারা মুর্শীদাবাদ প্রতিনিধি নামে সাপ্তাহিক সমাচারপত্র এবং সেবিকা নামে মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতেছে। বঙ্গদেশের নানাস্থানে সভা ও সমিতি বসিয়াছে, বক্তৃতা হইতেছে, চাঁদা উঠিতেছে, পুস্তকাদির প্রচার হইতেছে এবং রাজপুরুষদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করা হইয়াছে। অতি প্রবল বেগে এই আন্দোলন চলিতেছে। যাহাদের এত বড় শক্তি ও সামর্থ, তাহাদিগকে কেমন করিয়া শূদ্র বলিতে পারি? বঙ্গদেশের প্রত্যেক জাতি যদি আপনাপন সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত লিখিয়া রাখে এবং জাতিত্ব সম্বন্ধে এইরূপ আন্দোলন করে তাহা হইলে হিন্দুসমাজের সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রস্তুত করা সহজ হইয়া উঠে। সমগ্র জতিরও ইহাতে কল্যাণ হয়।"

বঙ্গদেশের মহামান্য শ্রীল শ্রীযুক্ত ছোটলাট সাহেব বাহাদুর যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল। "১৯০১ অব্দের সেন্সস (লোকসংখ্যা) গ্রহণ কালে হালিক কৈবর্ত্তকুল মাহিষ্য বলিয়া লিখিত হইবে এবং সরকারী কাগজ-পত্র ও রিপোর্টে উহারা মাহিষ্য বলিয়াই উল্লিখিত হইতে থাকিবে।" বাহুল্য ভয়ে আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম না।

শেষ কথা। কৈবর্ত্তজাতি সম্বন্ধে আমি সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় সেন্সস্ কমিশনর শ্রীযুক্ত রিজলী সাহেবকে দুই খানি পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। ("মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি" ৩০এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯ সাল প্রভৃতি সমাচার পত্র দেখুন)। সাহেব-বাহাদুরকে আমি লিখিয়াছিলাম—

I am thoroughly convinced of the fact that the Halik Kaivartas are all pure Vaisyas and they have a just right to call themselves as such. My opinion with regard to the Haliks is based upon an experience which is the fruit of a deep study of the history of origin, growth and development, of this sect of the kaivartas,——— a study which I continued for an unbroken period extending over thirty two years or thereabout.

The Haliks, who form an altogether different sect of the kaivartas, are certainly far

superior to the Jaliks who belong to the submerged Tenth of the Hindu population. Their (the Haliks') claim to high social rank is undoubtedly a just one and I am bound to say that this claim has not been ignored by the Hindu legislators and sages and savans of the Past. According to traditions, injunctions of the Sastras as well as by the customs which have been current from time immemorial, I have not the least hesitation in saying that the Halik kaivartas have a just right to call themselves Vaisyas and to be ministered unto in their pujas and domestic sacraments by the high class Rarhi or other Brahmins who have hitherto kept themselves aloof from all sects of the kaivarta Caste. In the districts of Howrah, Murshidabad, Midnapore and Pubna' the Halick kaivartas may be reckoned among Zemindars, Talookdars, pleaders

and Moonsiffs, and even among the profoundly learned oriental scholars of the day.

অর্থাৎ (সংক্ষেপতঃ) "প্রায় বত্রিশ বৎসরকাল ব্যাপিয়া নানা গ্রন্থে কৈবর্ত্ত জাতির সমাজতত্ত্বের আলোচনায় আমার ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছে যে, হালিক কৈবর্ত্তেরা মাহিষ্য এবং বৈশ্য; শাস্ত্র যুক্তি এবং দেশাচার এ কথার সমর্থন করে। ইঁহাদের অবস্থাও এক্ষণে খুব উন্নত; হাবড়া, মুর্শীদাবাদ, মেদিনীপুর এবং পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে হালিক কৈবর্ত্তদিগের মধ্যে তালুকদার, জমিদার, উকিল, মুন্সেফ, প্রত্নতত্ত্ব পণ্ডিত প্রভৃতি দেখা যাইতেছে।" অনেক ভাল ভাল রাঢ়ী ব্রাহ্মণ এক্ষণে কৈবর্ত্তের পৌরহিত্যকার্য্যে ব্রতী হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আমি সম্প্রতি নয়জন বিশুদ্ধ রাঢ়ী ব্রাহ্মণকে হালিক কৈবর্ত্তের পুরোহিত হইতে দেখিয়াছি এবং হালিক কৈবর্ত্তকে বৈশ্য স্থির করিয়া বহুসংখ্যক সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণাধ্যাপক সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও শুনিয়াছি ও পড়িয়াছি।

১৫ই আষাঢ়, ১৩০৯। শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

উপসংহার।

—০—

মাহিষ্যজাতির উন্নতিকল্পে এই পুস্তকের প্রকাশক বাবু মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় কতকগুলি প্রয়োজনীয় এবং সারগর্ভ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন। এই প্রস্তাবগুলির যথারীতি অনুমোদন ও অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিলে মাহিষ্য সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষিগণ তাঁহাদের সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া ভরসা করা যায়। মহেন্দ্রবাবুর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া মাহিষ্য-সমাজপতিগণ তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিলে, সমাজের শক্তি ও সামর্থ্য বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়।

প্রস্তাব।

১ম। বঙ্গদেশের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য প্রতি বৎসর যেমন প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স হইয়া থাকে, সেইরূপ মাহিষ্য সমাজের উন্নতিকল্পে প্রতি বৎসর কলিকাতায় মাহিষ্য-মিলন

নামে একটী কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হওয়া আবশ্যক; এই কন্‌ফারেন্স সমগ্র বঙ্গদেশের মাহিষ্যসমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবৃন্দ অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিয়া সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য নানা হিতকর ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিবেন।

২য়। প্রত্যেক জেলা ও মহকুমায় এবং প্রধান প্রধান গ্রামে বিশেষতঃ প্রধান প্রধান মাহিষ্যসমাজে, মধ্যে মধ্যে ডেলিগেট্‌ অর্থাৎ প্রতিনিধি এবং প্রচারকদিগের আগমন করা উচিত। এই সকল স্থানে সামাজিক আন্দোলন হওয়া এবং বক্তৃতা ও শাস্ত্র ব্যাখ্যাদ্বারা সমাজতত্ত্বের এবং মাহিষ্য-সমাজের হিতার্থে প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের আলোচনা করা আবশ্যক।

৩য়। প্রত্যেক জেলার উপবিভাগে ও প্রধান প্রধান স্থানে মাহিষ্য সভা স্থাপন করা উচিত। কলিকাতার মূল সভার এইগুলি শাখা বলিয়া গণ্য হইবে।

৪র্থ। মাহিষ্য সমাজের শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা, চরিত্র বল, ধনবল, স্বাধীন বৃত্তির অনুসরণ করিবার ইচ্ছা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি যাহাতে বর্দ্ধিত হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা

সকল সমাজপতির ও সকল স্থানের সভার নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

৫ম। সাহিত্য সমাজে প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা উচিত। পুরাতন রাজবংশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা বিশেষ আবশ্যক।

৬ষ্ঠ। সাহিত্য সমাজের সভা, সমিতি, পুস্তকালয়, সংবাদপত্র, মাসিকপত্র প্রভৃতির পরিপোষণ জন্য এবং তদানুসঙ্গিক অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যয়াদি নির্ব্বাহ জন্য ধনাগমের ব্যবস্থা হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী।

নব্যভারত, ভারতী, প্রবাসী, নবপ্রভা, সুধা, আরতি বামাবোধিনী পত্রিকা, উৎসাহ, বিশ্বজননী, বীরভূমি গৌড়ভূমি, সাহিত্য, পন্থা, আশা, সখি, ভারত সুহৃদ, অতিথি সমালোচনী প্রভৃতি বাইশখানি মাসিক পত্র ও পত্রিকায় বিশ্বপর্য্যটক এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের যে সকল অপূর্ব্ব প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া আছে, তাহা সংগৃহীত হইয়া "ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী" নামে সুবৃহৎ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে, সত্বরে প্রকাশিত হইবে। গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ এখন হইতে আমার কাছে নাম ও ঠিকানা রেজেষ্ট্রী করিয়া রাখুন, পুস্তকের গ্রাহকসংখ্যা দিনে দিনে খুব বৃদ্ধি পাইতেছে। স্বামীজীর নানাবিষয়ক প্রবন্ধসমূহ ভারতবর্ষের নানাভাষায় সংবাদপত্রে বিশেষরূপে প্রশংসিত এবং বিদ্বজ্জন সমাজে তিনি বহুদর্শী সুপণ্ডিত ও সুলেখক বলিয়া পরিচিত। আমার নিকট পত্র লিখুন।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার,
সুধা-কার্য্যালয়
মুর্শীদাবাদ।